সুন্দর আমাদের গ্রাম

অনুদান-৫.০০ (পাঁচ) টাকা মাত্র

জে আর ডি এস, দক্ষিণ চামুরিয়া, কালিহাতী, টাঙ্গাইল। মোবাঃ ৮৮-০১৭১৫-৮১৪৬৪৬ ■ বর্ষ-১ ■ সংখ্যা-০ ■ সেপ্টেম্বর/০৬

ভূমিকা ঃ আমাদের দঃ চামুরিয়া গ্রামটি একটি সুন্দর গ্রাম। এই গ্রামটি বিশ বছর পূর্বে এমনটি ছিল না। অধিকাংশ জনসাধারণ শিক্ষা আলো থেকে ছিলেন বঞ্চিত ফলে গ্রামের মানুষ সব বিষয়ে ছিলেন অন্ধকারে। তখন গ্রামের মানুষের জীবন কাটতো নানা রকম অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে। ক্রমান্বয়ে আমাদের গ্রামে জাপানী প্রকল্পসহ বিভিন্ন স্থানীয় এনজিও, স্থানীয় সরকার তাদের বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে গ্রামবাসীকে সচেতন করে তুলেন এবং গ্রামবাসীদের নিজস্ব চেষ্টার ফলেই গ্রামের উন্নয়ন ঘটতে শুরু করে। যেমন- স্কুল, হাট, ডাকঘর, পাঠাগার, কমিউনিটি সেন্টার, ব্রীজ-কালভার্টসহ বিভিন্ন রাস্তা ঘাট এর সাথে সাথে ব্যবসা-বানিজ্য ও কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এরই ফলশ্রুতিতে বর্তমানে গ্রামের মানুষ শিক্ষাসহ সব বিষয়ে মোটামুটি স্বচ্ছল এবং শান্তিতে বসবাস করিতেছে। উপরোক্ত অবস্থার আলোকে বর্তমানে আমাদের গ্রামকে একটি সুন্দর ও মডেল গ্রাম হিসাবে ধরা হয়।

- জেআরডিএস, দঃ চামুরিয়া

দঃ চামুরিয়া গ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা বাণী

(মোঃ মাইন উদ্দিন (মাষ্টার))

জে আর ডি এস এর মাধ্যমে সুন্দর আমাদের গ্রাম নামে মিনি পত্রিকা বের করাতে আমাদের গ্রামের বিগত ইতিহাস তথা গ্রামের কৃষক শ্রমিক সর্বস্তরের জনসাধারণের জীবন কাহিনী, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও কালচার প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে বর্তমান নবীনদের কাছে উপস্থাপন করার ব্যবস্থাপক জেআরডিএস সংস্থাকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও এই পত্রিকাটি ভবিষ্যতে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হউক এই আশা ব্যক্ত করে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ-

মোঃ মাইন উদ্দিন (মাষ্টার)
সভাপতি
দঃ চামুরিয়া গ্রাম উন্নয়ন কমিটি

বই ও পিঠা মেলা/০৬ইং

গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য ধরে রাখার জন্য এবং শিক্ষার আলো গ্রাম অঞ্চলে পৌছে দেওয়ার জন্য দক্ষিন চামুরিয়া জে,আর,ডি,এস এর উদ্দ্যোগে গত ২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০০৬ইং তারিখে পাঠাগার সংলগ্ন বই ও পিঠা

- ৩য় পৃঃ দেখুন

শুভেচ্ছা বাণী

যৌথ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (জে আর ডি এস) এর পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। জে আর ডি এস সংস্থাটি ১৯৯৪ইং সাল থেকে দক্ষিণ চামুরিয়া গ্রামে বিভিন্ন তথ্যাবলী সংগ্রহ করে আসছে। সেই তথ্যবলীর আলোকে সংবাদ আকারে গ্রামবাসীদের স্বরণীয় রাখার লক্ষ্যে ***"সুন্দর আমাদের গ্রাম"*** নামে মিনি পত্রিকা বাহির করার উদ্দ্যোগ গ্রহন করেছি। আশা করি আপনারা পড়ে গ্রামের মানুষ কিছুটা হলেও আনন্দিত হবেন, এবং আপনারাও আপনাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও গ্রামের তথ্য লিখে আমাদের স্টাফদের কাছে পাঠাবেন। যা পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে। এছাড়াও যদি কোন মন্তব্য থাকে আমাদেরকে জানালে খুশি হব।

শুভেচ্ছান্তে-

মোঃ আক্কেল আলী
সাধারণ সম্পাদক ও নির্বাহী পরিচালক
জে আর ডি এস, দক্ষিণ চামুরিয়া, টাংগাইল।
মোবাইলঃ ০১৭১৫-৮১৪৬৪৬

দক্ষিণ চামুরিয়ার কৃতী সন্তান মরহুম ইন্তাজ আলী মাষ্টার (পন্ডিত) এর জীবন কাহিনী

মরঃ ইন্তাজ আলী মাস্টার

মরহুম ইন্তাজ আলী মাষ্টার ১৮৯৫ইং সালে দক্ষিণ চামুরিয়া এক কৃষক পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম নাজির মন্ডল, তার ৫ ছেলে ৪ মেয়ে। নাজির মন্ডলের আশা ছিল তার সব ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া করাবে। পিতার ইচ্ছা অনুযায়ী সব ছেলেকে স্কুলে পাঠান, শেষ মুহূর্তে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সন্তান খোদা বকস্ ও ইন্তাজ আলীকে স্কুলে পড়তে থাকেন। তখন এলাকায় কোন স্কুল ছিল না। ৩ মাইল দুরে ছিল পৌজান স্কুল। সেই স্কুলে পড়তে যান খোদা বকস্ ও ইন্তাজ আলী। পরবর্তীতে পৌজান হতে স্কুলটি স্থানান্তর হয়ে গোপালদিঘী কে পি ইউনিয়ন প্রাইমারী এবং উচ্চ বিদ্যালয় নামকরণ করা হয়। খোদা বকস মাইনর পাশ করে সংসারে যোগ দেন। ইন্তাজ আলী লেখাপড়া চালিয়ে যান এবং গোপালদিঘী স্কুল থেকে ১৯১৭ইং সালে ইন্তাজ আলী মাষ্টার দক্ষিণ চামুরিয়া হতে প্রথম এন্ট্রান্স পাস করে শিক্ষিত ব্যক্তি হিসাবে অত্র এলাকায় গ্রামটির সুনাম অর্জনে সক্ষম হয়। ১৯১৮ সালে রসুলপুর মক্তবে চাকুরী করেন ১ বৎসর এবং ১৯১৯ সালে ফটিকজানী মক্তবে শিক্ষকতা করেন ১ বৎসর। তখন গ্রাম থেকে বাড়ী বাড়ী ঘুরে ছাত্র যোগাড় করতেন এভাবেই, গ্রামে ২/১ জন করে শিক্ষিত হতে থাকে। শিক্ষারত অবস্থায় দক্ষিণ চামুরিয়া গ্রামের মাতাব্বরগণ যেমন মরহুম সন্দুল মোল্যা, মরহুম মোঃ হাজী, সওদাগর মুন্সি, ইন্তাজ আলী পন্ডিতকে বলেন গ্রামে মক্তব খোলা প্রয়োজন; তাহলে গ্রামের ছেলেরা পড়তে পারবে। মাতাব্বরগণের উৎসাহে দঃ চামুরিয়া গ্রামে ১টি মক্তব চালু করেন এবং মুষ্টি চাউল উঠিয়ে এর ব্যায়ভার মেটানো হত। পরবর্তীর্তে ১৯৩২ইং সালে দক্ষিণ চামুরিয়া - বানিয়াফৈর যৌথভাবে বানিয়াফৈর গ্রামে ১টি প্রাইমারী স্কুল চালু করেন। কারন বানিয়াফৈর গ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন বেশী ছিল এবং তারা শিক্ষিত ও বেশী ছিল তাছাড়া তারা স্কুল করার জন্য জমিও দান করেন। সেই হতে দক্ষিন চামুরিয়া ও বানিয়াফৈর গ্রামের মুসলিম পরিবারের লোকজন শিক্ষিত হতে থাকেন। তিনি উক্ত স্কুলে ৩৬ বৎসর শিক্ষকতা করেন। ১৯৬৮ সালে চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অবসরকালীন সময়ে তিনি দক্ষিণ চামুরিয়া মক্তবে ছেলে মেয়েদের আরবী শিক্ষা দেন এবং প্রাইভেট টিউশনি করে কাটিয়েছেন। এমতাবস্থায় দক্ষিণ চামুরিয়া গ্রামবাসীদের উদ্বুদ্ধ করে দক্ষিণ চামুরিয়া গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করার উদ্যোগ নেন। ১৯৭৮ সালে দক্ষিণ চামুরিয়া গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়টি সরকারী অনুমোদন পায়।

১৯৫২ সালে সহকর্মী এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে ইন্তাজ আলী মাষ্টার

ইন্তাজ আলী মাস্টার সৎ ও কর্মঠ ছিলেন। এছাড়া তার একটা সখ ছিল বর্শি দিয়ে মাছ ধরা। বৎসরে ১২ মাসই বড়শি দিয়ে মাছ ধরতেন। ইলিশ মাছ ছাড়া অন্য কোন মাছ ক্রয় করতেন না। সব সময় গাভী পালন করতেন। তার কথা ছিল যার বাড়ীতে মোটা ভাত, গোয়াল ভরা গরু সেই সুখী তার জীবনে উচ্চ বিলাসীতা ছিলনা। সে সব সময় তার নিজ বংশের লোকজন এবং বন্ধুদের নিয়ে বৎসরে ৩ বার নিতার আয়োজন করেছেন গরু জবাই করে। এছাড়াও সমাজের ঈমাম হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তার জীবনের শুরু থেকে সব সময় সমাজের উন্নয়ন, গ্রামের লোকদের লেখাপড়া করার জন্য উৎসাহ দিতেন। শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা হিসাবে জীবনের সবটুকু সময় নিয়োজিত রেখেছেন। বার্ধক্যজনিত কারণে ১লা নভেম্বর ১৯৮৪ইং সালে তিনি পরলোক গমন করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্নাএলায়হে রাজীউন) মৃতকালে তার বয়স হয়েছিল ৯০ বৎসর।

- মোঃ আক্কেল আলী

সাধারণ সম্পাদক ও নির্বাহী পরিচালক

জে আর ডি এস, দক্ষিণ চামুরিয়া,

টাংগাইল।

মোবাইলঃ ০১৭১৫-৮১৪৬৪৬

বই ও পিঠা মেলা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মেলার আয়োজন করা হয়। উক্ত মেলায় প্রধান অথিতি হিসাবে মো: আনোয়ার হোসেন ভূইয়া উপস্থিত থেকে সমাপনী দিন মেলায় অংশ গ্রহনকারী স্টল মালিকদের হাতে

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

২৩ তারিখে উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মো: সাইফুল্লাহিল আজম উপস্থিত পুরস্কার তুলে দেন। উক্ত দুই দিনেই পল্লী সংস্কৃতি বিষয়ক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় এর মধ্যে

পিঠা স্টল

ছিলেন। দ্বিতীয় দিন প্রধান অথিতি হিসাবে এস এস এস-এর নিবাহী পরিচালক জনাব মো: আব্দুল হামিদ ভূইয়া উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান জনাব উল্লেখযোগ্য লাঠিবাড়ী খেলা। বই ও পিঠা মেলায় অত্র এলাকার সকল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ অংশ গ্রহন করে এবং অত্র এলাকার গ্রামের জনগনও মেলাটি উপভোগ করেন। উক্ত মেলাটি সফল বাস্তবায়নের জন্য দক্ষিন চামুরিয়া গ্রাম কমিটি ও আর্দশ

বই স্টল

যুবসংঘ সার্বিক ভাবে সহযোগিতা করেন। এজন্য গ্রাম কমিটির সভাপতি জনাব মো:

প্রধান অতিথির স্টল পরিদর্শন

মাইন উদ্দিন মাস্টার সহ কমিটির সকল সদস্যবৃন্দ এবং যুবসংঘের সভাপতি জনাব মো: মাসুদুর রহমান (বালা) সহ সকল সদস্যদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানানো হয়।

বই এবং পিঠা মেলার পুরস্কার বিতরণ

তথ্যদানকারী----------

- মোঃ রায়েজ উদ্দিন
জেআরডিএস,
কার্য্যকরী পরিষদ সদস্য

বৃটিশ আমলে ধান চাষের ইতিকথা

তথ্য দানকারী-
মোঃ নরুল হক
-দঃ চামুরিয়া (পূর্ব পাড়া)
বয়সঃ ৮২ বৎসর

বৃটিশ আমলে ধান চাষের পর্যায়ক্রমে ধাপ সমূহ নিম্নরূপঃ-

বৃটিশ ও পাকিস্তান সরকারের আমলে আমাদের এলাকার কৃষকেরা হালের গরুর সাহায্যে জমিজমা চাষ করতো, বাংলাদেশ আমলেও অল্প পরিমাণে কিন্তু বর্তমানে নাই বললেই চলে। এখন বেশীর ভাগই পাওয়ার টিলার দিয়ে চাষাবাদ করেন।

জমি তৈরীঃ-
কৃষকেরা জমি থেকে শীতকালীন রবি ফসল উঠানোর পর জমিতে ২টি গরুর হালের সাহায্যে ১টি চাষ থেকে ৩/৪টি চাষ দিয়ে জমির মাটি শুকানোর জন্য ফেলে রাখতেন। সে সময় চৈত্র ও বৈশাখ মাসে বৃষ্টি হওয়ার পর জমির মাটি রস আসলে জমি হালচাষ করার উপযুক্ত হতো।

জমিতে বাইন দেওয়া (বীজ বপন)ঃ
আমাদের এলাকায় ৩৩ শতাংশে ১বিঘা ধরা হয়। আউশ ধানের ১০ সেরের ৩ ভাগের ১ ভাগ পরিমান আমনের বীজ এবং ২ ভাগ পরিমানের আউশ ধানের বীজ একত্রে মিশাইয়া ১ বিঘা জমিতে ছিটাইয়া বপন করার পর হালের গরুর সাহায্যে ১টি চাষ দিয়ে সাথে সাথে ১টি মই দেওয়া হয়। ধান বপনের এই চাষকে বাইন চাষ বলা হইত।

উবানী চাষ ঃ-
জমিতে আউশ এবং আমন ধানের বীজ বপনের ২দিন পর পুনরায় ১টি চাষ ও ২টি মই দিয়ে জমির মাটি সমান করে রাখা হত। জমির এই চাষকে উবানী চাষ বলা হতো। জমিতে ধানের বীজ বপনের ৪/৫দিন পর গরুর সাহায্যে ১টি মই দেওয়া হতো; এই মইকে বাতানী মই বলা হতো।

জমিতে আগাছা দমনের জন্য নাংগুইলা দেওয়া ঃ-
জমিতে ধানের চারা ৪/৬ ইঞ্চি লম্বা হইলে ধানের চারা মধ্যে নাংগাইল দেওয়া হইত। জমিতে আগাছা বেশী হইলে ২টি গরুর সাহায্যে ৩/৪টি নাংগুইলা দেওয়া হইত। যতবার নাংগুইলা দেওয়া হইত তাকে তত শির বলা হইত। অর্থাৎ ১ শির, ২ শির, ৩ শির, ৪ শির। জমিতে ১/২টি নাংগুইলা দেওয়ার পর ২/১ টি মই দেওয়া হইত। সেই মইকে জাউই বলা হইত। জাউই দেওয়ার পর পুনরায় ১ শির নাংগুইলা দিয়ে জমির আগাছা দমানো হতো। জমির আগাছা পরিষ্কার করার জন্য গ্রামের কৃষকরা পাড়া প্রতিবেশীদেরকে নিয়ে একত্রে ছাটায় কাজ করত। এই ছাটায় কাজকে ধারা কামলা বলা হত। ধারা কামলা মানে কামলার পরিবর্তে কামলা দেওয়া।

জমিতে দ্বিতীয় বার আগাছা দমনঃ-
জমিতে আউশ ধানের চারা থোর হওয়ার পুর্ব মুহুর্তের মধ্যে পুনরায় জমির আগাছা দমনের জন্য জমিতে নিড়াণী দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করা হতো। এই ২য় বার নিড়াণীকে দু'নিড়াণী বলা হইত। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের মধ্যেই আউশ ধান পাকিলে আমন ধানের চারাগুলি বাইছা শুধু আউশ ধানগুলি কৃষক কাটিয়া বাড়ীতে আনিয়া ৪-৫টি গরুর সাহায্যে মাড়াই করার পর ফসল সংগ্রহ করিত। আউশ ধানের ফলন বিঘাপ্রতি ৪/৫ মন হইত। আমন ধানের চারাগুলি বর্ষার পানিতে আস্তে আস্তে বড় হওয়ার পর কার্ত্তিক মাসে থোর হইয়া অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যেই পাকিত। পাঁকা আমন ধান কৃষক কাচী দিয়ে কাটিয়া বাড়িতে এনে গরু দিয়ে মাড়াই করিয়া ফসল সংগ্রহ করিত। আমন ধানের ফলন বিঘাপ্রতি ৫/৬ মন হইত।

আউশ ধানের জাতের নামঃ-
ষাইটা, ভাতুরী, বাইলাবকী, বুড়িরত্তন, লক্ষীবরণ, পক্ষীরাজ।

আমন ধানের জাতের নামঃ-
সাদাচামারা, লালচামারা, দুলাইবরন, রাজামন্ডল, বুনহাউজ, হাসখোল, মাইটাচঙ, হিয়ালিবরন, পোড়ানুখনা।

তথ্য সংগ্রহকারী-
মোঃ আজিম উদ্দিন
অর্গানাইজার,
জে আর ডি এস, দঃ চামুরিয়া।

জেআরডিএস এর উদ্যোগে এবং দঃ চামুরিয়া গ্রাম কমিটির সহযোগিতায়

বার্ষিক অনুষ্ঠান সূচী

ক্রঃ নং	অনুষ্ঠানের নাম	বিবরণ	বাস্তবায়ন মাস
১।	শীতকালীন আনন্দ অনুষ্ঠান	যাত্রা,নাটক,ফকিরের বৈঠক	অগ্রহায়ন মাস
২।	মহিলাদের আনন্দ অনুষ্ঠান	পিঠা,মেলা,উরস লাঠিবাড়ী খেলা	মাঘ মাস
৩।	একুশে ফেব্রুয়ারী উদ্‌যাপন	বইমেলা	ফাল্গুন মাস
৪।	স্বাধীনতা দিবস উদযাপন	খেলাধুলা ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান	চৈত্র মাস
৫।	বৈশাখী উৎসব	জাল তৈরীর প্রতিযোগিতা,সুতাপাটি,কাথা সেলাই প্রতিযোগিতা ও ষাঁড়ের লড়াই	বৈশাখ মাস
৬।	কৃষি মেলা	লোকসাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান(ধোয়া ও জারী গান)	আষাঢ়/শ্রাবণ মাস
৭।	বর্ষাকালীন আনন্দ অনুষ্ঠান	নৌকা বাইচ,হা-ডু-ডু ও সাংস্কৃতি অনুষ্ঠান(বাউল ও মোরশিদী গান)	ভাদ্র মাস
৮।	সেমিনার	বৎসরে একবার	সময় উপযোগী

হা-ডু-ডু খেলা নিয়ে কিছু কথা

তথ্য সরবরাহকারী ঃ
মো: কামাল উদ্দিন প্রামানিক
চামুরিয়া মধ্যপাড়া
বয়স ঃ ৭৩ বছর
পিতার নাম: মৃঃ হাতেম প্রামানিক

মোঃ কামাল উদ্দিন প্রামানিক তার ছোট বেলার খেলার সাথীদের নিয়ে ১২ বৎসর বয়সের সময় হতে হা-ডু-ডু খেলা খেলতে শিখেছেন। তিনি খেলায় এমনি পারদর্শিক হইয়াছিলেন। খেলার সময় ২/১ এক খেলায়ার কামাল উদ্দিনকে ধরে রাখতে পারতেন না। এলাকার ভিতরে এমনকি দুর দূরান্তেও হা-ডু-ডু খেলার টিম দেওয়া হলেই

মো: কামাল উদ্দিন প্রামানিক

উভয় দলের অধিনায়করা হা-ডু-ডু খেলার জন্য কামাল উদ্দিনকে হায়ার করতে আসতেন। প্রত্যেক টিমেই তিনি প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন। বর্তমানে যেখানে হা-ডু-ডু খেলা হয় সেখানেই অনেক লোকে সমালোচনা করেন। চামুরিয়া গ্রামে পূর্বে ১জন খেলোয়ার তার নাম মো: কামাল উদ্দিন প্রামানিক। তিনি কোন দিনও খেলায় পরাজিত হননি। এখন পর্যন্তও কামাল উদ্দিনের নাম হা-ডু-ডু খেলা হিসাবে বিরাজ করতেছে। মোঃ কামাল উদ্দিন প্রমানিক গ্রাম্য ঐতিহ্যবাহী লাঠিবাড়ী খেলায় বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। নিজ গ্রামে এমনকি বাহির গ্রামেও লাঠিবাড়ী খেলতে গিয়েছেন। অনেক সময় লাঠিবাড়ী খেলোয়ার হিসাবে উপহারও পেয়েছেন।

তথ্য সংগ্রহকারীঃ-
মোঃ আজিম উদ্দিন, অর্গানাইজার, জে আর ডি এস, দঃ চামুরিয়া

গ্রামের ভাষাঃ * বাজান (বাবা), * কাকু (চাচা), * গেদা-গেদি (ছেলে-মেয়ে), * ভাত খামু (ভাত খাব), * আইজকা হাটে যাবা (আজ হাটে যাব), *ঐ এনু আয় (এখানে আস), * ইষ্টি বাড়ি যামু (আত্মীয় বাড়ী যাব), * ডুব দিমু (গোসল করব), * আয় জাইগা (চলে যাওয়া), * মাছ মারমু (মাছ ধরব)।
- সংগ্রহেঃ মোঃ রায়েজ উদ্দিন, জেআরডিএস, কার্য্যকরী পরিষদ সদস্য

১৩৫০ বাংলা সালের ধৌতার/বন্যার করুন ইতিহাস

তথ্য দানকারীঃ-মোঃ রুস্তম মোল্যা
বয়সঃ- ৮০ বৎসর
দক্ষিণ চামুরিয়া (উত্তরপাড়া)

১৩৫০ বাংলা সালের ধৌতার মাঠের জমি জমার সমস্ত ফসল ধৌতায় দুইয়া লইয়া যায়। মাঠে কোন প্রকার ফসল বা কালো পাতা ছিল না। পাট ক্ষেতে শুধু পাট সোলা দাড়ানো অবস্থায় আছে পাট গাছের মধ্যে কোন আঁশ নাই শুধু পাট খরি সারিসারি দাঁড়ানো অবস্থায় আছে। এলাকার ধনী গরিব ছোট বড় সবাই গেচু উঠানোর জন্য যাইত। গেচু আনিয়া পরিস্কার করিয়া সেদ্ধ করিয়া খাইত। গেচু দিয়া চাপরা বানাইয়া খাইত। কলাগাছের কাণজাল বাহির করিয়া সেদ্ধ করিয়া খাইত। ভাতের ফেন পর্যন্ত দরিদ্র লোকেরা চাইয়া খাইত কিন্তু কেউ তাও দিত না।

খাদ্যের জন্য লোক জন রাস্তার পাশে বসিয়া থাকিত। যদি কোন দয়ালু লোক যদি গরীব লোক জনকে সাহায্য করে, কোন খাবার দেয় তাহা আশায় বসিয়া থাকে। যাহাদের ঘরে খাবার আছে তাহারা তখন ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া খাইত। অভাবের কারণে এবং লোকজন আসার ভয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে খাইত। খাদ্য অভাবে কোন আত্নীয়ের সাথে কোন পরিচয় রাখতোনা। তখন ধান চাউলের দাম ছিল কম ৪/৫ টাকা মন। তখন চাউলের মূল্য ৩/৪ পয়সার সের ছিল। তখন আটার দাম ছিল ১/২ পয়সা সের ছিল। তখন তাহাও ক্রয় করিয়া খাওয়া সম্ভব হয় নাই কারণ কোন কাজ ছিল না। টাকা পয়সা যোগার করা খুব কষ্ট ছিল। বিক্রয় করা মত কোন জিনিস পত্র ছিলনা। জমি হইতে শাপলা উঠাই আনিয়া সেদ্ধ করিয়া খাইত। জোম কচু পর্যন্ত সেদ্ধ করিয়া খাইত।

১৩৫০ সালের বন্যা ইতিহাসের পাতায় স্বরণীয় আমাদের এলাকারর জন্য অত্র এলাকার বহু নর-নারী, শিশু মৃত্যুবরণ করেছে খাদ্যের অভাবে। অভাবের জন্য উপরিল্লিখত জিনিয়ষ খেয়ে ডায়রিয়া হয়ে অনেক লোক লোক মারা যায়। তখন ধনীরা থালা-বাসন বিক্রি করে, জমি বন্ধক লাগিয়ে জীবন যাপন করেছেন। অভাবের তারনায় আমাদের এলাকা থেকে অনেক লোকজন আসামে গিয়াছে। এর জন্য অত্র এলাকা ১৩৫০ বাংলা সাল স্বরণীয় হয়ে রয়েছে।

তথ্য সংগ্রহে-
মোঃ শহিদুর রহমান ও মমতাজ বেগম
তারিখঃ ০৭/০৯/২০০৬

.....

স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় তথ্য

কাষ্ঠকাঠিণ্য কি ঃ
এটি মূলত খুব বিলম্বে পায়খানা হওয়া বা কষ্টে পায়খানা হওয়ার লক্ষণ।

কোষ্ঠকাঠিণ্যের চিকিৎসাঃ

জল ও অন্যান্য চিকিৎসাঃ

১। দিনে কমপক্ষে ৭ গ্লাস পানি খাবেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে ১ গ্লাস এবং রাত্রি ঘুমের আগে আরেক গ্লাস পানি অবশ্যই খাবেন।

২। প্রতিদিন নিয়ম করে একই সময়ে পায়খানায় বসুন।

৩। প্রতিদিনই নিয়মিত হালকা ব্যায়ামের অভ্যাস করুন।

৪। তাজা ফল এবং সবুজ শাকসব্জি খাবেন পর্যাপ্ত পরিমাণে।

ভেষজ চিকিৎসাঃ

১। কলমি লতা পদ্ধতিঃ
দুই কাপ কলমি লতার পাতা সিদ্ধ করে ভাতের সঙ্গে খাবেন। এটি নিয়মিত একবেলা অন্যান্য খাবার তালিকার সাথে রাখতে পারেন।

২। সাজনা পাতা ঃ
এক কাপ রান্না করা পাতা স্বাভাবিক আহারের সঙ্গে খাবেন।

৩। পাঁকা পেঁপে পদ্ধতিঃ
প্রতিদিন সকালের নাস্তার সঙ্গে এক টুকরা পরিমাণ পাঁকা পেঁপে খান।

মোঃ রায়েজ উদ্দিন
কার্য্যনির্বাহী পরিষদ সদস্য
জেআরডিএস
দক্ষিণ চামুরিয়া, টাঙ্গাইল।

খনার বচন

১।
মৃতঃ নতুব আলী প্রামাণিক
বয়সঃ ৯২
বাড়ীর নামঃ- নয়া বাড়ী

বচন/সংকেত ঃ ***উরি (ধান) কয় ঝুড়ি শুলার (ভাত শোলা) বত্রিশা (৩২ বৎসর চলে গেল) মুগড়া (ঘাস) কয় জুগের (১২বৎসরে ১যুগ) আছে কয় দিশা (অনেক দিন)***

ব্যাখ্যাঃ কৃষকের জমিতে একই ধান যদি চার পাঁচ বৎসর বপন করা হয়। তাহা হলে ঐ জমির ধান ঝড়িতে ঝড়িতে জমিতে উড়ি হয়। কৃষক কুড়ি (২০) বৎসর পর্যন্ত কিছুতেই জমির উরি পরিস্কার করতে পারে না। কৃষকের জমিতে এক জাতীয় শুলা (ভাত শোলা) আছে কোন কোন জমিতে পাওয়া যায় যদি ঐ শুলার বীজ মাটিতে পড়িয়া থাকে তাহলে ৩০-৩২ বৎসর পর্যন্ত ঐ জমিতে শুলার বীজ পাওয়া যায় কৃষক পরিস্কার করিতে পারে না। মুগড়া (গবড়া ঘাস) কয় যুগের (১২বৎসরে ১যুগ) আছে কয় দিশা (অনেক দিন)। কৃষকের জমিতে মুগড়া বীজ মাটিতে পড়িলে ঐ বীজ হইতে (১যুগ ১২বৎসর) পর্যন্ত থাকিয়া যায় কৃষক ঐ ঘাস পরিস্কার করিতে পারে না।

.....

২।
মো: ইয়াদালী মোল্যা
বয়সঃ ৬২
বাড়ীর নামঃ- মোল্যা বাড়ী
তারিখ ১০/১০/৮৭ইং
পেশাঃ- কৃষি

বচন/সংকেতঃ ***নিরাইল ও নন্দবীলের পানি ভজলে (খাইলে) কয় সব লোকেই জানী কাওলা ও বানকিনার পান।***

ব্যাখ্যাঃ ঐ বীলের পানি ভাল এবং মাছ ভাল খাইতে ভাল লাগে। ভজলে (আদর, আপায়ন) কয় সব লোকেই জানী। কোন মেহমান কে ভাল করিয়া খাওয়া দাওয়া করাইলে যত দিন বাছিয়া থাকে ততদিন লোকের মুখে শোনা যায়।
কাওলা ও বানকিনার পান - উত্তর কাওলা ও বানকিনার পান পুর (মোটা) বেশী এবং খাইতে খুব ভাল লাগে।
আউশ + আমন +পাট আউশ আমন জমিতে বপন করার পর যে ঘাস হয় তাহার নাম হেনচী ঘাস ইহাকে আলি কাটা বলা হয়। হেনচী পরিস্কার করাকে আলি বলা হয় পাঁচন দিয়া আগাছা পরিস্কার করা হয়। হেনচী ঘাস লাংগুলা

বচন সংগ্রহে ঃ মমতাজ বেগম
সদস্য, জেআরডিএস।

দিয়া পরিস্কার করা যায় না। এই জন্য পাঁচন বা (খুন্তি) দিয়া পরিস্কার করিতে হয়। কারন হেনচীর মূল শিকড় অনেক মাটির নীচে যায়। এই ঘাস ধানের+পাটের খুব ক্ষতি করে ১সপ্তাহের মধ্যে ঘাস অনেক তাড় তাড়ি লম্বা হয়। আলি উড়া বাছানো বলতে জমিতে ফসল বুনার পূর্বে চাষ করা হয় এবং সব রকমের আগাছা বা জংগল জমি থেকে পরিস্কার করাকে আলি উড়া বলে।

.....

৩।
মৃতঃ মোস্তব আলী (বয়স ৬৫)
তারিখ ১০/১০/৮৭ইং

বচন/সংকেতঃ ***হেও লাংগলের গুন চাষ আলী উড়ার (ঘাস) সর্বনাশ***
ব্যাখ্যাঃ কৃষকের জমিতে অনেক রকমের আগাছা আসে।কৃষক যদি পাতলা করিয়া জমিতে চাষ দেয় তাহা হইলে আগাছা মরে না থাকিয়া যায়। কৃষক যদি বান (ঘন) করিয়া জমিতে চাষ দেয় তাহলে জমির সব আগাছা মরিয়া যায়। সেই জন্যএই কথা বলিয়াছে আলি উড়ার সর্বনাশ (ঘাসের সর্বনাশ) ঘাস মরে যায় ঘন করিয়া চাষ দিলে।

.....

৪।
মো: মামুদ আলী (বয়স ৫৫)
তারিখ ১০/১০/৮৭ইং
পেশাঃ- কৃষি

বচন/সংকেত ঃ ***ভিজা পুইড়া করবা কি ঘরে আছে ঠাকুর জী।***

ব্যাখ্যাঃ কৃষকের বাড়ীতে যদি বিড়াল ও কুকুর থাকে। বিড়াল কয় কুকুরকে ভিজা পুইড়া কর কী। কারন কুকুর বাহিরে থাকে বৃষ্টিতে ভিজে এবং রৌদ্রে পুড়ে। আর বিড়াল ঘরে থাকে, কুকুর কয় বিড়ালকে লাত্তী গুড়ি ঝাড়ুর বাড়ি তবু ছারসনী কথার বুলী।
কারণ বিড়াল ঘরে থাকে সবার লাত্তি গুড়ি ঘর ঝাড়ু দেওয়ার সময় ঝাড়ুর বাড়ি খায় তবু কথা বন্ধ করে না।.....

৫।
বাড়ীর নাম : মুন্সি বাড়ী
তারিখ ১০/১০/৮৭ইং
পেশা :- কৃষি

বচন/সংকেতঃ ***কমলি লতা কমলি লতা থাকশ তুই কোথায় থাকি আমি মাটির নীচে লাফাইয়া উঠি বর্ষা কালে।***
ব্যাখ্যাঃ কমলি যখন কাও মরিয়া যায় মাটির নীচে শিকর থাকিয়া যায়।মাটি ভিজা থাকিলে এবং বর্ষা কালে বৃষ্টি হলে তখন মাটির নীচে যে শিকর থাকে সেই খান থেকে শিকর গেজাইয়া বর্ষার কালে মাটির উপর লাফাইয়া উঠে।

.....

গুটি বসন্ত রোগের ইতিহাস

তথ্যদানকারী-মোঃ পলান মন্ডল
বয়সঃ ৪৮ বছর
দঃ চামরিয়া (পূর্বপাড়া)

মোঃ পলান সাহেব বললেন, ১৩৫৯ বাংলা সালে আমাদের বাড়ীতে বসন্ত রোগ আক্রান্ত করেছিল। আমি নিজে সেই ভয়াবহ বসন্ত রোগের আক্রান্ত থেকে রক্ষা পেয়েছি। আল্লাহ পাক আমার শরীরকে কি পরিমাণ বসন্তের গুটি দিয়েছিলেন সেটা বলার বাহিরে। আমার শরীরের কোন অংশের মধ্যে বসন্তের গুটি উঠার বাদ ছিলনা। আমাকে পিতামাতা কলার পাতা ও ফেনের পাতার মধ্যে শুয়াইয়া রাখতেন। কোন সময় আমার জ্ঞানও ছিলনা এমনি ভাবে সেই রোগ থেকে আল্লাহ পাক আমাকে রক্ষা করে দুনিয়াতে উপার্জন করার ক্ষমতা দিয়েছেন।

আমার বসন্তের সময়ে যে সমস্ত রোগী মারা যান তাদের নাম হলোঃ-

১। মোঃ বেদনা খাতুন ২। মোঃ সকিম উদ্দিন, ৩। মোঃ গভল নেছা
পিতাঃ- মৃত মোস্তাজ আলী

বসন্ত আক্রান্ত যে সমস্ত রোগী বেঁচে আছেন তাদের নামঃ-

১। মোঃ জোয়াদ আলী, পিতাঃ- মৃতঃ দিস্তাজ আলী, ২। মোঃ- মোজাফর আলী, পিতাঃ- মৃঃ দিস্তাজ আলী, ৩। দুলাতন নেছা, পিতাঃ- মৃঃ দিস্তাজ আলী, ৪। মোঃ পলান মন্ডল, পিতা- মৃত মোস্তাজ আলী, ৫। মোঃ তারিফুল্লাহ, পিতাঃ- মৃ জহুরউদ্দিন সিকদার।

পূর্ব পাড়ায় ১৩৫৯ সালে যখন বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয় মৃতঃ মোস্তাজ আলীর বাড়ীতে তখন তারিফুল্লাহ সিকদার সাহেব বেথইর গ্রামের দীনেশ চন্দ্র সুতার তারিফুল্লাহ বাড়িতে কাঠের নৌকা তৈরী করতে ছিলেন। সেই সময় দীনেশ চন্দ্র তারিফুল্লাহকে বললেন, আপনি বসন্ত রোগের বালাই থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কিছু শিন্নি মানত দেওয়ার কথা বলছিলেন। কিন্তু তারিফুল্লাহ সাহেব কোন প্রকার কর্ণপাত না করে তার কথা অবহেলা করেছিলেন। ঘটনাক্রমে তারিফুল্লাহ বসন্ত রোগে আক্রান্ত হলে তখন পাড়ার সবাই মনে করলেন, যে সূতারের কথা অমান্য করার জন্যই তারিফুল্লাহ এই রোগে আক্রান্ত হলেন। শিন্নি দিলে রোগে আক্রান্ত হতেন না। শেষ পর্যন্ত তারিফুল্লাহ বসন্ত রোগে আক্রান্ত হওয়ার পরও রোগ থেকে মুক্তি লাভ করে ছিলেন। এই উক্তিটি পাড়া প্রতিবেশীর সবার।

- মোঃ আজিম উদ্দিন,
অর্গানাইজার,
জে আর ডি এস, দঃ চামুরিয়া।

শুভেচ্ছা বাণী

প্রথমে সবাইকে জানাচ্ছি আমার ছালাম ও প্রাণঢালা আন্তরিক শুভেচ্ছা। আমাদের সুন্দর এই দেশের শহরাঞ্চলগুলি অত্যাধুনিক তথ্য প্রযুক্তির আওতায় পড়লেও আমরা গ্রামের সাধারণ মানুষ তা থেকে প্রায় সম্পূর্ণই বঞ্চিত। আমাদের গ্রামের গুটিকতক লোকজন যারা শিক্ষিত হয়ে বাহিরে গিয়েছেন তারা নিজের চেষ্টায় জীবনের সাথে অনেকটা যুদ্ধ করেই বড় হয়েছেন। পূর্বে গ্রামাঞ্চলের মানুষ শুধু গ্রামের মধ্যেই তাদের বিচরণ সীমাবদ্ধ ছিল বাইরের বা শহর সম্পর্কে বা শিক্ষা সম্পর্কে তেমন কোন ধারণা ছিলনা। বর্তমানে গ্রামে কিছুটা হলেও শিক্ষার আলো পৌছেছে। তাই বিভিন্ন বিষয় যেমন, শিক্ষা, সংস্কৃতি, গ্রাম্য উৎসব, শহরের সংস্কৃতি, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্যই আমাদের "সুন্দর আমাদের গ্রাম" নামের এই মিনি পত্রিকা প্রকাশের ক্ষুদ্র প্রয়াস। আমি আশাবাদী এই মিনি পত্রিকার বিভিন্ন বিষয়াবলী পড়ে আপনারা অনেক অজানা বিষয় জানতে পারবেন এবং কিছুটা হলেও উপকৃত হবেন এবং অবসর সময় কাটাতে পারবেন। এই পত্রিকা বের করতে আমাদের অনেক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও চেষ্টা করেছি সুন্দর করতে তার পরও প্রথম বারের মত এই পত্রিকা বের করায় অনেক ভুলত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। আপনারা আমাদের ভুলত্রুটিগুলি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে সংশোধনের জন্য সুচিন্তিত মতামত জানালে খুশী হব। আর আপনারা আমাদের এই পত্রিকায় কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে লেখা পাঠিয়ে আমাদের পত্রিকা আরও সমৃদ্ধ করবেন বলে আশা রাখি। পরিশেষে সবার সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন কামনা করে শেষ করছি।

ধন্যবাদান্তে
মোঃ শহিদুর রহমান
সভাপতি ও উপ পরিচালক
জে আর ডি এস

বার্তা সংগ্রহ ঃ মোঃ আজিম উদ্দিন, মোঃ শহিদুর রহমান (সিদ্দিক), মমতাজ বেগম। সম্পাদনা পরিষদ ঃ মোঃ আঃ হামিদ, আনিছুর রহমান, মোঃ রায়েজ উদ্দিন, মোঃ শহিদুর রহমান
সম্পাদক ঃ মোঃ আক্কেল আলী, উপদেষ্টামন্ডলী ঃ ড. কাজুও আন্দু, হারু উচিদা, কেইকো ইউশিনো (জাপানিজ), ড. মোঃ সেলিম বিএইউ ময়মনসিংহ, কম্পোজঃ মমতাজ বেগম
যৌথ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (জেআরডিএস), দক্ষিণ চামুরিয়া, সহদেবপুর ইউনিয়ন কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত।

Concept & Printed by: Al-Amin Printers, Tangail, Mob: 88-01718884188